বর্ষা আহমেদ

রাজনৈতিক ইতিহাস আর জীবনের গল্প ‘নতুন দিগন্ত’

ইতিহাস আর সৃষ্টিশীলতা এক রেখায় মিলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গভীরতর আবেগ সৃজনের মধ্য দিয়ে রচয়িতা পাঠকের সামনে এই উপমহাদেশের জীবন ও সংস্কৃতির চিত্রময়তা অঙ্কন করেন। তবে রচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য পাকিস্তানের রাজনীতির জীবনী রচনা করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তৈরি হয়, তবে কি এটি রানীতির ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন তিনি? বইয়ের প্রচ্ছদ ভাঁজে (ফ্ল্যাপে) পাওয়া যায় উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য সেখানে রচনা করা হয়েছে: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন, কল্পনা এবং স্বপ্ন যুক্ত হয়ে একটি বহুমাত্রিক উপন্যাস তৈরি করেছেন আবদুর রউফ চৌধুরী।

পাঠক, আলোচনা করছিলাম লেখক আবদুর রউফ চৌধুরী রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসত্রয়ী ‘নতুন দিগন্ত’ প্রসঙ্গে। উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তার সৃষ্টিশীলতা এবং ব্যক্তিগত পরিচিতি দেয়া যেতে পারে। তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন দেশের বাইরে। ১৯৬১ সালে বৃটিশ সরকারের এরোপ্লেন গবেষণা কেন্দ্রে চাকরি নিয়ে লন্ডন চলে যান। তারপর দীর্ঘ সময় বিদেশে কাটিয়ে ১৯৮৯ সালে দেশে ফেরেন। বিচিত্র বিষয়ে অসামান্য রচনার ফলে পাঠকের চিন্তনের ক্ষেত্র নির্মিতির কাজটি করেছেন তিনি। ১৯৬৯ সালে প্রবাসে থাকা অবস্থায় রচনা করেন ‘লিখে যাচ্ছি আমার জীবন কাহিনী’। আত্মজীবনীমূলক রচনা ছাড়াও তার লেখনি ভাণ্ডারে আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে। আগ্রহী পাঠকের কথা বিবেচনা করে সেই তালিকা প্রকাশ করা হলো, সাম্পান ক্রুস (উপন্যাস), অনিকেতন (উপন্যাস), পরদেশে পরবাসী (উপন্যাস), গল্প সম্ভার (ছোটগল্প সংকলন), গল্পসল্প (ছোটগল্প সংকলন), বিদেশী বৃষ্টি (ছোটগল্প সংকলন), একটি জাতিকে হত্যা (গবেষণামূলক), যুগে যুগে বাংলাদেশ (গবেষণামূলক), শায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা (গবেষণামূলক), প্রবন্ধগুচ্ছ, নজরুলের সৃষ্টি জগৎ (গবেষণামূলক), চির-নূতনেরে দিলো ডাক, পঁচিশে বৈশাখ (গবেষণামূলক), নজরুল-রবীন্দ্র (গবেষণামূলক), বাংলার নববর্ষ ইত্যাদি। এই উপন্যাসিকের আরও একটি বড় পরিচয় যুক্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলমানতায়। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের তহবিল সংগ্রহেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

‘নতুন দিগন্ত’-এর ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, ‘[...] আমার লেখা উপন্যাস হয়েছে কি না, তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি যা দেখেছি এবং যা অনুভব করেছি তার সঙ্গে আমার কল্পনাকে মিশিয়ে এ জগৎটি নির্মাণ করেছি। বাস্তবের সঙ্গে কি মিললো বা মিললো না তারও জন্য আমার দায়কে অস্বীকার করি।’ এই সংশয় নিয়েই পাঠক উপন্যাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। তারপর উপন্যাসের চলমানতা দেখা যায়, সে আপন পথ খুঁজে নেয়। যেখানে উল্লেখ্য এবং অনুল্লেখ্য অনেকটুকু পথ পেরিয়ে যান রচয়িতা। তার এই পরিক্রমণের সঙ্গে বাঙালিমাত্রই আপন শত্র মিত্র’র মুখচ্ছবি দেখতে পায়। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনী আর দ্বন্দ্ব এর পরতে পরতে রয়েছে। ফলে এ উপমহাদেশের রাজনীতি জানা পাঠকমাত্রই বুঝে নিবেন, রাজনীতির ক্লেদ আর সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামের ঋদ্ধ কাব্য হয়ে উঠে উপন্যাস। আরও গভীর পর্যবেক্ষণে লেখকের রাজনীতি মানসিকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেতনার চেয়ে নির্যাতিত মানুষের বেদনামাখা কান্না যেন শুনতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ পাকিস্তানে, এটি বাঙালি পাঠকের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। কেননা তার রাষ্ট্রসংগ্রাম অনুরণিত

হয় আরেকটি ভূখণ্ডে। একইসঙ্গে রাজনীতির পাঠও হয়ে যায়। স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্বের একটি পর্যায় যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবিষয়ে কোনোরূপে সন্দেহ নেই।

বিষয়গুণেই পাঠকের কাছে উপন্যাসটির বিশেষ মূল্য রয়েছে তা নয়। এখানে আমরা দেখতে পাই তিনি একের পর এক চিত্রময়তা তৈরি করছেন। এই চলচ্ছবির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি ছবি মুছে যায়, নতুন ছবি আঁকেন লেখক। ফলে কল্পচিত্রমালা একটি বারের জন্যও মুছে যায় না।

রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠে স্বাধীনতার চেতনা, বৃহত্তর মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। এর একদিকে শাসক আর অন্যপক্ষে শাসিত। যার মধ্য দিয়ে রচয়িতা আমাদের কাছে তুলে ধরেন শিল্প জমিনে চাষ করা স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এখানে রচয়িতা আরোপিত নিরপেক্ষতার ভান করেন না। নিজের সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে তার কোনো সংশয় নেই। যে কারণে নাসিম আর ভুট্টো মুখোমুখি। একজন ভালোবাসার মানুষকে পায় না, রাজনীতির কারণে, আর অন্যজন আর্থ-রাজনৈতিক কারণে নারীকে চাওয়া মাত্রই কাছে পেয়ে যায়। এমনকি নাসিমের প্রথম ভালোবাসা নাহিদাকে করে স্ত্রী। পরবর্তী প্রেম হয়ে যায় ভুট্টোর রক্ষিতা। ভুট্টোর ভেতরে সামন্ততান্ত্রিক মানুষটি বড় হয়ে উঠে। যার সঙ্গে থাকে নারীকে ভোগ করার লিপ্সা। কখনও কখনও তাকে ধর্ষকামীও মনে হয়। তাই রাজনৈতিক আলোচনার টেবিলেও চাকরানীকে জড়িয়ে ধরেন তিনি, 'এক ঢোকে তলানী পর্যন্ত মেরে দিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে গ্লাশ ফেরৎ দিতে গিয়ে জাপটে ধরল আন্নীর হাত। মদে মাতোয়ারা ভুট্টো। একটানে আন্নীকে বুকে গেঁথে নিল।'

নারী তার কাছে শুধুমাত্র কাম-বাসনা মেটানোর যন্ত্রমাত্র। আর এই প্রয়োজনেই তিনি নারীকে পুতুল বানিয়ে খেলেছেন। রাজনীতির প্রয়োজনে দূরে থাকা নাহিদাকেও নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে আর সঙ্গে থাকা বেনফরতকে পাঠান ইরানে। রচয়িতা উঁচুতলার মানুষের অন্ধকার ছবিই তুলে এনেছেন। বেনফরত দেশ ছাড়ার পর ইরানে যৌনতার নগ্ন খেলায় মেতে উঠে। নিজের কন্যার কথাও ভাবে না মা। রাজনীতির অন্ধ মারপ্যাচে ভেতরের মানুষ মরে যায় তা সে যে অবস্থানের মানুষই হোক না কেন। অন্যপক্ষে নামি সাধারণের জন্য নিজেকে সমর্পণ করে। কখনও কখনও তার ভেতরে জেগে উঠে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাবার তৃষ্ণা। সে কারণেই হত্যা করতে পারে না পাতৌদিকে। পরাজিত হয় সে। এমন পরাজয় তার আরও পরে দেখা যায়। বোমাসহ ধরা পরে সে। কিন্তু শেষবার ইচ্ছাকে পুরণ করার মধ্য দিয়ে নাসিম যেন আরেকটি সংগ্রামের ডাক দিয়ে যায়। শুধু নাসিম নয় রোখসানা আর পারভেজের সংগ্রামকেও মুছে ফেলা যায় না।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। তাই দেখা যায় নারীকে পণ্য করে দেখছে সমাজের মানুষ। মৌলভির চোখ থাকে রোখসানার শরীরের দিকে কিংবা সিপাহী রেলগাড়িতে চোখ দিয়ে ধর্ষণ করে নারী শরীর। অথবা গর্ভবতী আন্নির জন্য একটুকু মায়াও থাকে না ভুট্টো পরিবারে, ব্যতিক্রম নাসিমা।অবশ্য নাসিমা ভুট্টো পরিবারের কেউ নয়। দীর্ঘ এ উপন্যাসের শরীরে শুধু ইতিহাসের কথোপকথন রয়েছে তা নয়, বরং ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মানবজীবনের হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম মিলনের রেখায় যুক্ত হয়। ১৯৬৮ সালের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসের রচনাকাল ঘটমান সময়ের পরে, তাই ইতিহাসের উপাদান যুক্ত করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতাও দেখা যায়। সব মিলিয়ে রচয়িতা একে নিয়ে যান অন্য এক উচ্চতায়।

কয়েকজন সমালোচকের চোখে নতুন দিগন্ত

পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা এখন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাকিস্তানি আদর্শের ধারকরা এখন ক্ষমতায়। এজন্যই এই উপন্যাসটি আরো বেশি অবশ্যপাঠ্য। বাঙালির আত্মগৌরব, যা উপন্যাসের একটি স্পন্দমান বিষয়, এবং যা এখন হৃত, অপহৃত, তার পুনরুত্থান যারা চান, এ বইটি তাদের জন্য একটি বড় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে। – সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

এই ব্যাপ্তি উপন্যাসটির পৃষ্ঠাসংখ্যার চেয়ে বেশি সুনিবদ্ধ কাহিনী, অগণণ চরিত্র, উজ্জীবিত সংলাপ, স্মৃতি, ইতিহাস, বিশেষণ, বর্ণনা– সবকিছু ছাপিয়ে যায় লেখকের জীবনবেদ। – আবদুল মান্না সৈয়দ।